



# পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ।



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

অনুবাদিত ।



## কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড ।

বৈশাখ ১৩০৫ । মূল্য চার আনা ।



## উৎসর্গ পত্র ।

যিনি সর্ব-মঙ্গলালয় পরমপিতা পরমাত্মার  
সত্য এবং মঙ্গল ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রুতি  
স্মৃতি হইতে ব্রাহ্মধর্মের অমৃত মন্ডন করিয়া  
আমাদিগকে এ যাবৎকাল তাহা আশ্বাদন  
করাইয়া আসিতেছেন সেই পরমারাধ্য পিতৃ-  
দেবের ৮৩ বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষে  
তঁাহার পাদপদ্মে ষাষ্ঠীঙ্গ প্রণিপাত করিয়া  
তঁাহার শুভ-আশীর্বাদ-বিকসিত এই পদ্য-  
কুসুমাজলি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তঁাহাকে সমর্পণ  
করিলাম ।

সেবক ত্রিবিজ্ঞেন্দ্রনাথ শর্মা ।



## গার্হস্থ্য ব্রহ্মোপাসনা ॥

(গৃহী ব্যক্তি একাকী অথবা পরিবার-বর্গের সহিত মিলিয়া  
প্রত্যহ নিম্নোক্ত রূপে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন ।)

### সমাধান ।

যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ ও সকল কল্যাণের আকর,  
আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর, মন ; যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি,  
বল ; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিয়াছি,—  
যিনি আমাদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার  
বিঘ্ন হইতে সর্বদাই রক্ষা করিতেছেন ; তিনি সত্য-স্বরূপ,  
জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, পরব্রহ্ম ; তিনি আনন্দরূপে,  
অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ; তিনি শাস্ত, মঙ্গল,  
অদ্বিতীয় । সর্কাস্তঃকরণে প্রীতি ও ভক্তির সহিত স্বীয়  
আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপে সমাধান করি ।

### ধ্যান ।

সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসাবিতা পরম দেবতার বরণীয়  
জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল  
প্রেরণ করিতেছেন ।

## স্তোত্র ।

তুমি সংস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার ; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার । তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ ; তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা ; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও বিধাশূন্য । তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক ; তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন ; তুমিই মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক । আমরা তোমাকে শ্রবণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি । সত্যস্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বনহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় জৈশ্বরের শরণাপন্ন হই ।

## প্রার্থনা ।

হে পরমাত্মন ! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ন্যতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার নিয়মিত ধর্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর ; বাহ্যতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত প্রেমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি ।

ଅମୃତ ହୈତେ ଆମାକେ ସଂସ୍ୱରୂପେ ଲହିୟା ଯାଉ, ଅନ୍ଧକାର  
ହୈତେ ଆମାକେ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ୱରୂପେ ଲହିୟା ଯାଉ, ମୃତ୍ୟୁ ହୈତେ  
ଆମାକେ ଅମୃତସ୍ୱରୂପେ ଲହିୟା ଯାଉ । ହେ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ! ଆମାର  
ନିକଟ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ । ଋଦ୍ର ! ତୋମାର ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ,  
ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଆମାକେ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କର ।

### ଉପସଂହାର ।

ସିନି ଏକ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ; ଏବଂ ସିନି ପ୍ରଜାଦିଗେର ପ୍ରୟୋ-  
ଜନ ଜାନିୟା ବହୁପ୍ରକାର ଶକ୍ତି-ଯୋଗେ ବିବିଧ କାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଧାନ  
କରିତେଛେନ, ସମୁଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆତ୍ମସ୍ତମଧ୍ୟେ ଯାହାତେ ବ୍ୟାପ୍ତ  
ହୈୟା ରହିୟାଛେ, ତିନି ଦୀପ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତିନି ଆମାର-  
ଦିଗକେ ଉତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁନ ।

ॐ ଏକମେବାଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ।







# পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ।

---

প্রথম অধ্যায় ।

ব্রহ্মবাদীর শুনহ বাণী ।

যাঁ হ'তে জনমে এ সব প্রাণী ;

জন্মি যাঁহাতে জীবন ধরে ;

যাঁহে যায়, যাঁতে প্রবেশ করে ;

তাঁহারে জানিতে কর যতন ।

তিনি ব্রহ্ম সনাতন ॥

আনন্দ হ'তে সকলি হ'য়েচে ।

আনন্দে ধরি বাঁচিয়া রয়েছে ॥

ধায় সবে আনন্দের প্রতি ।

আনন্দের ক্রোড়ে লভে গতি ॥

রসরূপী তিনি, সে রস পিয়া

আনন্দে ভাসে জীবের হিয়া ॥

মনের সহিতে না পেয়ে বাণী,

কিরে যাঁহা হ'তে ক্ষান্ত মানি,

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ।

ব্রহ্মের সে আনন্দ যে জানে  
ডরে না সে কারো সন্নিধানে ॥  
আনন্দরূপে ব্যাপিয়া আকাশ  
না থাকিলে সেই স্বয়ংপ্রকাশ,  
বাঁচিয়া রহিত কে তবে আজ—  
চলিত বলিত করিত কাজ ?  
আনন্দামৃত জীবের প্রাণ ०  
সব আনন্দ তাঁহারি দান ॥  
নাহি তাঁর রূপ নাহি আধার ।  
বাক্য মনের অতীত পার ॥  
তাঁরে যবে জীব ধরিয়া রয়,  
তখন তাহার না থাকে ভয় ॥  
মনের সহিত না পেয়ে বাণী,  
ফিরে যেথা হ'তে ক্ষান্ত মানি ;  
ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার  
ভয় নাহি হয় কদাপি তা'র ॥  
ইনিই জীবের পরম গতি ।  
পরম ধন পরম রতি ॥

ইনিই জীবের পরম লোক  
ইহঁারে হেরিলে না থাকে শোক ॥  
ইহঁারি আনন্দ মিলু  
ভুঞ্জে জীব বিন্দু বিন্দু ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

না ছিল এ সব কিছু শুন শিষ্য প্রিয় ।  
ছিলেন কেবল সৎ এক অদ্বিতীয় ॥  
সহানু আত্মা তিনি জনমবিহীন ।  
জরা মৃত্যু ভয়-ডর—কারো না অধীন ॥  
চিন্তা করিলেন তিনি ; চিন্তনের পিছু,  
সৃজিলেন এই সব দেখিছ যা কিছু ॥  
তাঁহা হইতেই হ'ল বিশ্বের প্রকাশ ।  
জনমিল প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আকাশ  
অনিল সলিল জ্যোতি ; আশ্চর্য্য তিনি !  
জন্মিল পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী ॥  
ভয়ে তাঁর জ্বলে অগ্নি, ভয়ে ভাসু ভায়,  
চলে মেঘ, চলে বায়ু, ভয়ে মৃত্যু ধায় ॥

### তৃতীয় অধ্যায়।

পরম তত্ত্বের সেই লভিবারে জ্ঞান  
যাইবে গুরুর কাছে শিষ্য সতিমান্ ॥  
প্রশান্ত হৃদয়-মন প্রণত শিষ্যেরে  
সত্য বলিবেন গুরু, বিনা ঘোর ফেরে,  
সেই ব্রহ্মবিদ্যা যাতে ব্রহ্মে যায় জানা,  
ছাড়িয়া কল্পনা আর জলপনা নানা ॥  
ঋক্বেদ যজুর্বেদ, বাড়ায় কেবল খেদ,  
সামবেদ তেমনি অথর্ব ।  
শিক্ষা কল্প সেথা অন্ধ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ  
ব্যাকরণ বৃথা করে গর্ব ॥  
অপরা বিদ্যা সকলি, পরা বিদ্যা তা'রে বলি  
যাতে হয় নিত্য ধন লাভ ।  
পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী দেখা দে'ন হৃদে আসি  
ঘুচাইয়া সকল অভাব ॥  
যাঁ হ'তে হ'য়েছে সৃষ্টি, না যায় সেখানে দৃষ্টি  
কেহ তাঁরে নাহি পায় ধরা ।  
নাহি গোত্র নাহি বর্ণ, নাহি চক্ষু নাহি কর্ণ,  
সর্বত্র আছেন তিনি ভরা ॥

## তৃতীয় অধ্যায় ।

হস্ত পদ নাহি তাঁর, সূক্ষ্ম বিড়ু সারাসার

চরাচর বিশ্বের কারণ ।

হ্রাস বৃদ্ধি নাই অণু, হেরে লোমাঞ্চিত তনু

তদগত চিত্ত তপোধন ॥

দেব দেব পূজ্যতম ! ইহাঁরেই করে নমো

ব্রাহ্মণেরা গার্গি বারবার ।

শূল সূক্ষ্ম ছোটো বড়, যাহা কিছু মনে গড়ে

ন'ন ইনি কিছুই তাহার ॥

রাঙা কালো তমোছায়

চক্ষে যাহা কিছু ভায়

ন'ন তাহা নিখিলের প্রভু ।

জলের মতন ন'ন,

ন'ন তিনি সমীরণ

আকাশ নহেন তিনি কভু ॥

সঙ্গে তাঁর নাহি কেহ,

নাহি দেহ নাহি গেহ,

চক্ষু মুখ কর্ণ নাহি তাঁর ।

গদ্যে ব্রাহ্মধর্ম ।

বাক্য মন তেজঃ প্রাপ,  
তঁাহাতে না পার স্থান  
ব্রহ্ম তিনি অগম্য অপার ॥

ইহঁারি শাসনে গার্গি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ  
আপন আপন পথে ধায় অহরহ ॥  
উপরে ছ্যলোক আর নিচে বসুন্ধরা  
শাসনের মন্ত্রবলে রহিয়াছে ধরা ॥  
মুহূর্ত্ত দিবস রাত্রি মাস পক্ষ চলে ।  
চলে ঋতু সম্বৎসর শাসনের বলে ॥  
তুষার মণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বত হইতে  
ইহঁারি শাসনে, গার্গি, নাবিয়া ত্বরিতে  
পূর্ব্বমুখে বহি চলে শত নদ নদী,  
অন্যে আর অনুসরে পশ্চিম জলধি ॥  
ইহঁারে না জানি যারা যত বীজ বপে,  
যজে যজ্ঞ, জুহে হোম, তপো আর তপে,  
বহুবর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান,  
কালের কবলে হয় সব অবসান ॥

### তৃতীয় অধ্যায় ।

ইহাঁরে না জানি যারা হেতা হৈতে যায়,  
কি দুদশা তাদের কি ক'ব হায় হায় ॥  
অবিনাশী ত্রক্ষে জানি যেই ভাগ্যবান  
হেতা হৈতে পুণ্য লোকে করয়ে প্রয়াণ  
সেই ধন্য সেই ধন্য । তিনিই ত্রাক্ষণ !  
বলিলু তোমায়ে গার্গি সত্য এ বচন ॥  
অক্ষয় পুরুষ ত্রক্ষ দৃষ্টির নহেন গম্য

কিস্তি তিনি দেখেন সকলি ।

গন্তীর তিনি নিস্তক

নাহি তাঁর সাড়া শব্দ,

শুনেন যা কিছু মোরা বলি ॥

তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব

নাহি জানে দেব মর্ত্য,

সকলি জানেন জ্ঞাতা সেই ।

বস্ত্র বুনানির মতো

রহিয়াছে ওতোপ্রোতো

অসীম আকাশ তাঁহাতেই ॥



ইহাঁর ভয়ে পবন বহে ।  
 তপন উঠে ইহাঁর ভয়ে ।  
 ইহাঁর ভয়ে অনল জ্বলে ।  
 গগন পথে মেঘ চলে ॥  
 আজ্ঞাকারী যেন ভৃত্য  
 মৃত্যু করে নিজ কৃত্য ॥  
 সকলের প্রাণ ইনি; যা কিছু যেথায়  
 ইহাঁতে করিয়া ভর স্ব স্ব কাজে ধায় ॥  
 সবাই করিছে তাঁহার কাজ ।  
 মহন্তর তিনি উদ্যত বাজ ॥  
 কেবল যে জন তাঁহারে জানে  
 ভয় নাহি কোনো তাঁহার প্রাণে ॥  
 মৃত্যুময় সংসারে  
 অমর হ'ন পেয়ে তাঁরে ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রবণের শ্রবণ, মনের তিনি মন ।  
 বচনের বাক্য তিনি জীবের জীবন ॥

মনের অন্তরে মন, মন নাহি পায় ।  
 বচন আড়ষ্ট সেথা নয়ন না যায় ।  
 জানি না আগরা তাঁরে ; জানি না সন্ধান  
 কেমনে করিতে হয় তাঁহার বাথান ॥  
 যে যতই জানে তাঁরে, তাহা ন'ন ঠিক ।  
 কেহ যাহা নাহি জানে তাহারো অধিক ॥  
 পূর্বতন ঋষিদের এইরূপ বাণী—  
 আশা সবাকারে যঁরা কহিলা বাথানি ॥  
 বাক্য যা' কহিতে গিয়া না পারে কহিতে  
 বাক্যেরে জাগা'ন যিনি অন্তর হইতে ॥  
 তাঁহারেই ব্রহ্ম জেনো ; ইহা উহা বলি  
 লোকে যাহা উপাসয়ে, অলীক সকলি ॥  
 মন যঁরে কিছুতেই ভাবিয়া না পায়,  
 মনের সমস্ত ভাব যঁর চক্ষে ভায়,  
 তাঁহাকেই ব্রহ্ম জেনো ; ইহা উহা বলি  
 লোকে যাহা উপাসয়ে, অসার সকলি ॥  
 মনে যদি কর তাঁরে জানি সমুচিত  
 অল্পই তাঁহারে জানো কহিনু নিশ্চিত ॥

‘মনে নাহি’ করি আমি কদাপি এরূপ  
 সমুচিত জানিয়াছি তাঁহার স্বরূপ ॥  
 জানি না তাহাও নয়, জানি তাও নয় ।  
 এ তত্ত্বটি জানিলে তবে সে জানা হয় ॥

যে জন ভাবিয়া না পায় অস্ত,  
 তাঁহারি দেখানে তিনি জীবন্ত ॥  
 ভাবিয়া যে তাঁর পেয়েছে পার,  
 তাহার কেবল ভাবনা সার ॥

যে বুঝে উত্তম রূপে,  
 হাতড়ায় অন্ধকূপে ॥  
 বুঝিতে যে নাহি পারে,  
 চিনিয়াছে সেই তাঁরে ॥  
 এ ভব আধারে, জানিল যে তাঁরে  
 লভিল সে নিস্তার ।

না জানিল যদি, নাহিরে অবধি  
 তাহার দুর্দশার ॥

জীবে জীবে ধীর, মন করি স্থির,  
 তাঁহারে করিয়া ধ্যান,

মর্ত্য লোক ছাড়ি, মৃত্যু ফেলে বাড়ি,  
অমৃত করিয়া পান ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

জগত সংসার মাঝে যা কিছু বেধায়  
সমস্ত র'য়েচে ঢাকা জৈবরের ছায় ॥  
তিনি ফকরা দিয়াছেন কর তাহা ভোগ ।  
পরধনে লোভ করি বাড়ায়ো না রোগ ॥  
স্থির তিনি এক জগত স্বামী •  
অথচ মনের অগ্রগামী ॥  
ইন্দ্রিয় মন যে বত ধায়,  
কেহ না তাঁহারে নাগাল পায় ॥  
স্বস্থানে থাকি বিরাজমান  
দ্রুতগামী সবে ছাড়া'য়ে যা'ন ॥  
অচল অটল সেই ব্রহ্মে করি ভর,  
প্রাণীদের প্রাণ বায়ু বহে নিরন্তর ॥  
করেন নিখিল কার্য্য ত্রিভুবন নাথ,  
অথচ না দে'ন তিনি কোনো কাজে হাত ।

দূরে তিনি, কাছে তিনি আঁধির গোচরে  
 অন্তরে বাহিরে তিনি সর্ব চরাচরে ॥  
 সর্বভূত দেখে যেই পরম আত্মায়,  
 পরমাত্মা সর্বভূতে, কিছু না লুকায় ॥ ॥  
 সমস্ত আছেন ব্যাপি শুভ্র নিরাকার ।  
 নাহি শিরা নাহি ত্রণ নাহি দেহভার ॥  
 শুদ্ধ তিনি নিরঞ্জন, নাহি পাপ-লেশ ।  
 মনের নিয়ন্তা, কবি, স্বয়ম্ভু মহেশ ॥  
 অগণন প্রজাতন্তু নিত্য বহমান—  
 সবার করেন তিনি বিহিত বিধান ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

চিত্ত করি সমাধান একাগ্রতা সহ,  
 পরমপুরুষ ত্রক্ষে জানিতে ইচ্ছহ ॥  
 ত্রক্ষে যেই জানে সেই নিত্য ধন লভে,  
 যাহার সদৃশ আর কিছু নাই ভবে ॥  
 গুহায় পরম ব্যোমে সত্য সে জ্বলন্ত ।  
 জ্ঞান তিনি, ত্রক্ষ তিনি, অনাদি অনন্ত ॥

তাঁহারে যেজন জানে করিয়া সাধনা,  
 ভুঞ্জয়ে তাঁহার সাথে সমস্ত কামনা ॥  
 বাঁহার জ্ঞানের নাই কোনো ঠাই সীমা ;  
 হুলোক ছালোক মাঝে বাঁহার মহিমা ;  
 তাঁহারে জানিয়া ধীর, হেরে অদ্বিতীয়  
 আনন্দ অমৃত রূপ অনির্বচনীয় ॥  
 বিরজ নিরুপদ্রব হিরণ্য গুহায়  
 কি যে সে জ্যোতির জ্যোতি অকলঙ্ক ভায়—  
 যত যেথাকার জ্যোতি সবে হারি মানে ।  
 আত্মারে যে জানিয়াছে সেই তাহা জানে ॥  
 না ভায় সেখানে সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারা ।  
 না ভায় চপলা মেখা, চমৎকারাকারা ॥  
 কোথায় বা অগ্নি ! তাঁরি প্রকাশের পিছু  
 প্রকাশিছে সমস্ত যেখানে যাহা কিছু ॥  
 নিখিল জগৎ আলো তাঁহারি জ্যোতিতে ।  
 প্রকাশেন, প্রাণ ইনি, সবার সহিতে ॥  
 জানে যে, সে রয়ে সদা ভক্তিতরে নরি ।  
 কহে না একটি কথা তাঁরে অতিক্রমি ॥

আত্মাতে বাহার কেলি, আত্মাতেই রতি ;  
 কর্তব্য-সাধনে যিনি নিরন্তর ত্রুতী ;  
 যিনি জ্ঞানী, যিনি প্রেমী, যিনি ক্রিয়াবান,  
 ব্রহ্মজ্ঞ সবা'র মাঝে তিনিই প্রধান ॥  
 জ্যোতির্গর্ভ-রূপ তাঁর অচিন্ত্য মহান ।  
 সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, কে পায় সন্ধান ॥  
 দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়া'য়ে আকাশ ।  
 দেখে যে, তাহার তিনি অন্তরে প্রকাশ ॥  
 চক্ষু নাহি যায় সেখা, বাক্য না যোগায় ।  
 কোনো ইন্দ্রিয়েই তাঁরে পাওয়া নাহি যায় ॥  
 বিশুদ্ধ বাহার মন জ্ঞানের প্রসাদে,  
 ধ্যান ধরি সেই তাঁরে হেরে অপ্রমাদে ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

সকল জগতের পরম মহেশ্বর ।

দেবতার দেবতা পরম পরাৎপর ॥

সকল পতির পতি জানি সেই দেবে ।  
 আরাধ্য ভুবনপতি তবে তাঁরে সেবে ॥  
 ইন্দ্রিয় তাঁহার নাই নাহি তাঁর দেহ ।  
 সমান বা অধিক নাহিক তাঁর কেহ ॥  
 মহতী শক্তি তাঁর, বিচিত্র বিভব ।  
 জ্ঞান-ক্রিয়া বলক্রিয়া অযত্ন-শ্রুত ॥  
 নাহি পিতা নাহি পতি, নাহি তাঁর অধিপতি,  
 নাহি কোনো অবয়ব-চিহ্ন ।  
 নিখিল ভব-সংসার অদ্বুত রচনা তাঁর ;  
 কারণ কে আর তিনি ভিন্ন ॥  
 কাহারো নহেন বশে, চালা'ন ইন্দ্রিয়-দশে,  
 নিবসেন হৃদয়ে সদাই ।  
 সাধিয়া একাগ্র মনে, তাঁহারে যাহারা জানে,  
 তাহাদের যত্ন কতু নাই ॥  
 গভীর গুহার লীন, দরশন স্বকঠিন,  
 আদি-দেব, তাঁহারে যে ভজে—  
 লভিয়া অধ্যাত্ম-যোগ, এড়ায় যন্ত্রণা-ভোগ,  
 হর্ষ-শোকে টলে না সহজে ॥



যে জানে মনের মন, নয়নের নয়ন,  
 প্রবণের প্রবণ, প্রাণের প্রাণ ;  
 জানিয়াছে, সেই জন, ত্রক্ষ সনাতন ;  
 আদি-দেবতা সেই বিদু মহান ॥  
 প্রতিমা তাঁহার নাই কোথাও কোনো ঠাই ;  
 একই ধারায় চাই তাঁহারে দেখা ।  
 অনাদি অবিচলিত, আকাশের অতীত,  
 নিরঞ্জন মহান, আত্মা একা ॥  
 অহোরাত্রে করি ভর, নিখিল সম্বৎসর,  
 নিরন্তর ফিরে য়াঁর ভরে,  
 তিনি জ্যোতি, তিনি জ্ঞান, অমৃত, সাক্ষাৎ প্রাণ !  
 দেবগণ নিত্য উপাসয়ে ॥  
 নিখিল ভুবন তিন, তাঁহার নিয়মাধীন ;  
 সর্বজগতের অধিপতি ।  
 সাধু হ'লে ব্যবহার বাড়ে না কিছুই তাঁর,  
 অসাধুতে নাহি হয় ক্ষতি ॥

সকলের অধীশ্বর পালিছেন চরাচর ;

লোকপুঞ্জ যতেক নিখিলে—

সব হ'ত ছিন্ন ভিন্ন, থাকিত না কোন চিহ্ন,

তিনি সে না ধরিয়া থাকিলে ॥

প্রাণ মন সব-সাথে, রয়েছে ইহাঁর হাতে,

অস্তরীক্ষ দ্যুলোক অবনী ।

ইহাঁরেই জানো সার, ছাড়ো বাক্য আর আর,

ইনি মাত্র অমৃতের খনি ॥

জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সর্বজ্ঞ চেতন ।

কোথা হৈতে কে যেন—এমন কেহ ন'ন ॥

সূক্ষ্ম তিনি জ্যোতির্ময়, তাঁহে করি ভর

বর্তিছে নিয়ত এই বিশ্বচরাচর ॥

তিনি সত্য ; তিনিই অমৃত ; শর-সম—

বসাত্ত তাঁহাতে মন, প্রিয়-শিষ্য মম ॥

ধনু ঔ ; শর আত্মা—আছে তব ঠাই ।

লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম ; তাঁরে, বিদ্ধ করা চাই ॥

না হেলি, না টলি, মন করিয়া একাগ্র,  
 নিবাত-নিষ্কম্প যেন দীপের শিখাগ্র,  
 সন্ধান করিবে আত্মা পরম আত্মায় ।  
 তন্ময় হইয়া যাবে তখন সে তাঁয় ?  
 পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমভূমি ঠাই ।  
 বালুকা কঙ্কর কিম্বা অগ্নি যেথা নাই ॥  
 বিহঙ্গ-কুজিত বৃক্ষ, স্থলীতল-চ্ছায় ।°  
 জলাশয় সম্মুখে, ও পার দেখা যায় ॥  
 ত্রিসীমায় নাহি কোনো নয়নের জ্বালা ।  
 স্ববায়ু-সেবিত গুহা নিভৃত নিরालা ॥  
 দেখি' ল'য়ে হেন এক মনোমত স্থান ।  
 ব্রহ্মে করিবে সাধক আত্ম-সমাধান ॥

উন্নত করি বক্ষ শির,  
 শরীর করিয়া ঋজু স্থির ;  
 বাহির হইতে আনিয়া ডাকি,  
 ইন্দ্রিয় মন হৃদয়ে রাখি ;  
 ব্রহ্ম-ভেলায় করিয়া ভর  
 তরিবে সাগর ভয়ঙ্কর ॥

## অষ্টম অধ্যায় ।

সর্বদিকে চক্ষু তাঁর, সর্বত আনন ।  
সর্ব-দিকে বাহু তাঁর সর্বত চরণ ॥  
পক্ষি-দেহে দিলা পক্ষ, নর-দেহে হস্ত ।  
রচিলা দু্যলোক মহী একাকী সমস্ত ॥  
সর্বত চরণ হস্ত, নিখিল কাজে ব্যস্ত,  
সর্বত শিরোমুখ, সর্বত কাণ ।  
চরাচর সমুদায়, আবরি মহিমায়,  
আপনি আপনায় বিরাজমান ॥  
নিখিল মুখ মস্তক মিলিয়াছে একে ।  
সর্ব হৃদে নিবসেন, দেখে যে—সে দেখে ॥  
সর্বব্যাপী সর্বগত সে যে ভগবান্ ।  
বিশ্ববন্ধু তিনি, তাই, মঙ্গল-নিধান ॥  
হস্ত নাই, ধরিয়া আছেন সমুদয় ।  
পদ নাই, বিচরেন ত্রিভুবনময় ॥  
চক্ষু নাই, দৃষ্টি তাঁর শৈল করে ভেদ ।  
কর্ণ নাই, শুনে মনের যত খেদ ॥

- পূর্বতন ঋষিগণ ব'লেছেন তাই—
- মহান পুরুষ তিনি তুল্য তাঁর নাই ॥
- প্রস্থপ্ত মাঝে, একাকী, যিনি জাগিয়া থাকি  
গঠেন নিতি নিতি যার যা চাই ;  
ব্রহ্ম তিনি সারাংশার, সর্ব-মূলধার,  
তাঁরে ডিঙায় কারো সাধ্য নাই ॥
- আশ্চর্য্য তাঁহার ভাব নাহি যায়' কথা ।  
বিন্দু হইতেও বিন্দু মহা হৈতে মহা ॥
- নিবসেন হৃদি মাঝে নিভৃত গুহায় ।  
কর্ম্মফল, ভোগ-স্পৃহা, পরশে না তাঁয় ॥
- দেখে যে সে পরাংপরে, দেখে যে মহিমা,  
তার আনন্দের নাই সীমা পরিসীমা ॥
- আলোক দেখিয়া তার খুলি যায় চোক ।  
হৃদয়-মাঝারে আর নাহি রহে শোক ॥
- এক তিনি অনুরাগী বশী সবা'কার ।  
এক হৈতে হইতেছে অসংখ্য ব্যাপার ॥
- আত্মাতে যে দেখে তাঁরে পাতিয়া হৃদয়,  
তাহারি শাস্ত্রত স্মৃৎ, অন্তের তা নয় ॥

অনিত্য সংসার মাঝে এক তিনি নিত্য ।  
 তাঁহারি চেতনে চেতে জগজন-চিত্ত ॥  
 একাকী দেখেন তিনি যাহার যা চাই ।  
 বিধান করেন আর সেই অনুমাই ॥  
 আত্মাতে যে দেখে তাঁরে পাতিয়া হৃদয়,  
 তাহারি শাস্ত শান্তি অন্যের তা নয় ॥  
 হৃদয়ের গাঁট হ'লে ভেঙে ছারখার,  
 মর্ত্য সে অমর হয়, কহিলাম সার ॥

নবম অধ্যায় ।

ভর করি একই শাখী, হৃদয় দুটি পাখী,  
 দৌড়ে দৌহার কথা, কি ভাব আছা !  
 সুখে হ'রে চলতল, একটি খায় ফল,  
 আরেকটি কেবল নিরখে তাছা ॥  
 একই গাছে ভুবি আছে, তারে না দেখি কাছে  
 কানিয়া জীব-পাখী হ'তেছে সারা ।  
 প্রভুরে স্বমহিমার, ববে ঘেঁষিতে পার,  
 আনন্দে বহি যার নয়ন-ধারা ॥

'নবোদিত প্রেম-রবি, হিরণ্য ছবি  
 দেখে যে স্তবাকারে নয়ন মেলি ।  
 শোক নাহি করে আর, লভয়ে নিস্তার,  
 নিখিল পুণ্য পাপ ঝাড়িয়া ফেলি ॥  
 নিরঞ্জন অলৌকিক, শরীর-বিরহিত,  
 নিত্য পরাংপরে জানে যে জন ।  
 পৃথিবীর ধূলিরাশি ঠেলিয়া ফেলে হাসি,  
 লভে সে অবিনাশী পরম ধন ॥  
 নয়নে নী ভায় রূপ, বচন হয় চুপ,  
 ভাবনা নাহি পায় চিহ্ন তাঁর ।  
 আত্মাতে দেখাই সার, ভবের কর্ণধার  
 শান্ত শিব অদ্বিতীয় সারাংসার ॥  
 পুত্র হ'তে প্রিয় ইনি বিত্ত হ'তে প্রিয় ।  
 নিখিল ভব-সংসারে যত রমণীয়  
 যা কিছু, সকল হ'তে ইনি প্রিয়তম—  
 এই যে অনুরতম আত্মা অনুপম ॥  
 অন্তে যদি প্রিয় বল', সে প্রিয় তোমার  
 রহিবে না চিরদিন, কহিলাম সার ॥

আত্মারেই উপাসিবে প্রিয় বলি জানি  
 তোমার প্রিয়ের তবে হইবে না হানি ॥  
 আত্মা'রে দেখা চাই বিশ্বে মেলি আঁখি ।  
 শোনা চাই গুরুর বচনে শ্রদ্ধা রাখি ॥  
 মনোমাঝে ভাবা চাই তাঁরে অহরহ ।  
 ধ্যান করা চাই তাঁরে একাগ্রতা-সহ ॥  
 এই সে আত্মা করেন সর্বত্র বিরাজ,  
 সকলের অধিপতি রাজ-অধিরাজ ॥  
 চক্রে'র নাভিতে আর বেষ্টিত-বলয়ে,  
 অরাবলী রহে যথা অটল-আশ্রয়ে,  
 তেমনি যতেক জীব, যত বৃক্ষলতা,  
 যত লোক লোকান্তর, যতেক দেবতা,  
 পরমাত্মা আর তাঁর নিয়মের বলে  
 রহিয়াছে যথাস্থানে, তিলেক না টলে ॥  
 চিরন্তন ব্রহ্ম তিনি আমা-সবা'কার,  
 পুনঃ পুনঃ তাঁরে আমি করি নমস্কার ॥  
 হে অনাদি! ব্যাপি আছ নিখিল গগন ।  
 তোমা হৈতে হইয়াছে সমস্ত ভুবন ॥



জেনেছি তাঁহারে এই মর্ন্ত্যে করি বাস ।  
 না জানিলে হইত রে মহান্ বিনাশ ॥  
 ইহাঁরে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন ।  
 দুঃখই কেবল পিয়ে অমৃত যত জন ।  
 সকল হইতে উচ্চ সকলের আদি  
 নাহি রূপ নাহি শোক নাহি তাঁর ব্যাধি ॥  
 ইহাঁরে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন ।  
 দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যত জন ।  
 ব্রহ্ম, সবার উচ্চ, ব্রহ্ম এক যাত্র ।  
 নিবসেন সর্ব্ব ভূতে, যে যেমন পাত্র ॥  
 আছেন বেটন করি জগৎ সংসার ।  
 তাঁহারে যে জন জানে স্বভূ্য নাহি তার ॥  
 যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,  
 সবার ভিতরে জাগে তাঁহার আত্মন ।  
 সকলের প্রভু তিনি ইন্দ্রিয়-রহিত ।  
 সবার শরণ তিনি সবার ব্রহ্ম ॥  
 অখণ্ড অব্যয় জ্যোতি প্রভু পরাংপর ।  
 শাস্তির নিদান তিনি ধর্মের আকর ॥

দশম অধ্যায় ।

ওঁ বলিতে বুঝায় ব্রহ্ম যিনি সর্ব-মূলধার ।

অগনন দেবতা ইহাৱে দেয় পূজা উপহার ॥

মধ্যে সেই দেব-দেব, ত্রিভুবনে মহিমা না ধরে ।

উপাসিছে সকল দেবতা তাঁরে প্রেমভক্তি ভরে ॥

ওঁ বলি ধ্যান ধরি পরম আত্মার,

কুশলে তরিয়া যাও ভব অন্ধকার ॥

ওঙ্কার সাধিয়া জ্ঞানী লভে সেই শাস্তির সাগর

অজর অমর ব্রহ্ম অভয় পরম-পরাংপর ॥

সেই সবিতার বরণীয় তেজ জ্ঞানশক্তিময়—

সেই দেবতার স্তম্ভল দীপ্তি অমৃত-নিলয়—

ধ্যান করি ; ঘুচাইয়া যিনি হৃদয়ের অন্ধকার

বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিছেন অহরহ আমাসবাকার ॥

ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না,

আমাৱে ত্যজেন নাই প্রভু ।

তাঁহাৱে ত্যজিব আমি—

এমন না হয় যেন কভু ।

পরম পুরুষ তিনি জানিবার বস্তু, জানো তাঁরে ।  
 যত্ন, ব্যথা না দিক তোমা-সবারে, এঘোর সংসারে ॥  
 যে দেবতা জলে, যিনি দীপ্ত হুতাসনে ;  
 প্রবিষ্ট আছেন যিনি সমস্ত ভুবনে ॥  
 যে দেব অশ্বখ-বটে, ধান্যে ভূগে আর ।  
 বারবার তাঁরে আমি করি নমস্কার ॥

একাদশ অধ্যায় ।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাহি তাঁর ।  
 অক্ষয় অনাদি নিত্য অনন্ত অপার ॥  
 মহতের মহৎ অচল-সম স্থির ।  
 এড়ায় যত্নের মুখ তাঁরে জানি ধীর ॥  
 সবার অন্তরে তিনি আছেন নিগূঢ় ।  
 দেখিতে না পায় তাঁরে জ্ঞান-হীন মূঢ় ॥  
 সূক্ষ্মদর্শী সাধকের হৃগভীর জ্ঞানে  
 দেখা দে'ন যবে তিনি, সেই তাঁরে জানে ॥  
 ভাল ভাল কথা কেবল হাওয়া ।  
 তাহাতে তাঁহারে না যায় পাওয়া ॥

ধাকিলে কি হয় ধারালো মেধা ।  
 ভাহাতে না যায় লক্ষ্য বেঁধা ॥  
 অনেক ক'য়েছে অনেক মুনি ।  
 পাওয়া নাহি যায় অবশে শুনি ॥  
 ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁরে চায়,  
 তাঁহারি কৃপায় তাঁহারে পায় ॥  
 আর সব কথা হইলে চুপ,  
 প্রকাশেন তিনি আপন রূপ ॥

ওঠো ! জাগো ! উত্তম আচার্য্যে ধর গিয়া—

লভ জ্ঞান, অরে ! মোহ-নিদ্রা তেয়াগিয়া ॥

বলেন সাধক বীরা সিদ্ধ-মনোরথ,

স্কুরের ধারের মত দুর্গম সে পথ ॥

এই সে অনাদি ব্রহ্ম অমৃত অভয় ।

ইহাঁরে প্রশান্ত মনে উপাসিতে হয় ॥

বাচন অধ্যায় ।

বৃক্ষের মতন স্তব্ধ র'য়েছেন শূন্যের উপরে ।

নিখিল ভুবন পূর্ণ সেই এক মহান্ব ঈশ্বরে ॥

বাস-বৃক্ষে যেমন বিহঙ্গকুল, শুন প্রিয় শিষ্য,

তেমনি পরমাত্মাতে করে ভর—চরাচর বিশ্ব ॥

এক দেব গুহ তিনি সকল বস্তুতে ।

অস্তুরাত্মা বিভূ নিবসেন সর্বভূতে ॥

চক্ষের উপরে তাঁর রয়েছে সমস্ত ।

যেথায় যা কিছু হয় সবে তাঁর হস্ত ॥

ব্যাপিয়া আছেন তিনি নিখিল ভুবন ।

নিগুণ নিঃসঙ্গ তিনি জাগ্রত চেতন ॥

আলো করি দশ দিক্ মহত্ কিরণে,

প্রকাশে যেমন ভানু গগন প্রাক্রণে,

উজলিয়া সমস্ত তেমনি ভগবান্

প্রকৃতির মাঝারে করেন অধিষ্ঠান ॥

উঠুক বা মহাব্যোমে হইয়া উধাও,

ছুটুক বা পান্থবাগে, মধ্যে বা কোথাও,

কোনো ঠাই মন তাঁর নাহি পায় সীমা !

নাম তাঁর মহদ্ব্যশ, নাহিক প্রতিমা ॥

রূপ নাহি ভায় দরশ-ক্ষেত্রে  
কেমনে তাঁহারে দেখিবে নেত্রে ।

সংযত করি মনঃ প্রাণ  
জানে যে তাঁহারে প্রকাবান্,  
কাড়িয়া ফেলিয়া ছুঃখ শোকে  
অমর সে হয় মর্ত্য লোকে ॥

অনেকে তাঁহার কথা শুনিতে না পায় ।  
শুনিয়াও অনেকে জানে না তাঁরে—হায় ॥  
আশ্চর্য্য সে, তাঁর কথা কহিতে যে পারে ।  
নিপুণ সে অতিশয়—লভে যে তাঁহারে ॥  
আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞাতা ; শিক্কা লভিয়াছে  
কি না জানি হুনিপুণ আচার্য্যের কাছে ॥  
মূঢ়মতি যত সব, বালকের প্রায়,  
বিষয়-মুগ্ধতার পাছু পাছু ধায় ॥  
চারিদিকে মৃত্যুপাশ ভয়ঙ্কর অতি,  
তাহা তারা নাহি জানে—পড়ি যার তথি ॥  
অমৃত যে কি বস্তু—জানিয়া ধীর সবে,  
নিত্যের না করে আশ অনিত্য এ ভবে ॥

অমর না হই যাতে কি করিব তা'তে ।  
 তেঁই ডাকিতেছি আমি ত্রিভুবন-নাথে ॥  
 অসং হইতে মোরে ল'য়ে যাও সতে ।  
 আলোকে লইয়া যাও অন্ধকার হ'তে ॥  
 মৃত্যু হ'তে আমার অমৃত ল'য়ে যাও ।  
 হে নাথ—করুণা-সিন্ধু ! মোরে দেখা দাও ॥  
 হে রুদ্র ! প্রসন্ন মুখে চাহি মোর প্রতি  
 রক্ষা কর মোরে সদা করি এ মিনতি ॥

### ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সত্যেরই—সত্যেরই—জয়, কভু না মিথ্যার ।  
 কায়-মনঃ-প্রাণে কর সত্য-পথ সার ॥  
 সত্যের প্রকাশে যার বিকাশে চেতন,  
 লভে সে পরমাত্মারে করিয়া সাধন ॥  
 চলিতেন ঋষিগণ ধরি সত্য-পথ,  
 হইয়াছিলেন তাই সিন্ধু-মনোরথ—  
 মহান্ আত্মার সেই পাইয়া সন্ধান,  
 সকল সত্যের যিনি পরম নিধান ॥

মনঃপ্রাণাতীত সেই জ্যোতির্ময় অমৃতপুরুষ —  
 অস্তরে বাহিরে দেখে যতিসবে বিগত-কলুষ ॥  
 দেবতাগণের তিনি অধিপতি; লোকলোকান্তর  
 অসংখ্য অপরিমেয় সকলি তাঁহাতে করে ভর ॥  
 মহান্ আতমা তিনি জনম-বিহীন নিরাধার ।  
 সুর নর পশু পক্ষী — সবে চলে নিয়মে তাঁহার ॥

তাঁরে কেহ দেখিতে না পায় ।  
 তিনি দেখিছেন সমুদায় ॥  
 শুনিতে না পায় কেহ তাঁরে ।  
 শুনিছেন তিনি সবাকা'রে ॥

ভাবিয়া তাঁহার কেহ নাহি পায় অস্ত ।  
 চরাচর বিশ্ব তাঁর ভাবনা জীবন্ত ॥  
 তাঁহারে জানে না কেহ এ তিন ভুবনে  
 সমস্ত ভুবন তাঁর নথ-দরপণে ॥  
 'এ না' 'এ না,' 'এ না' বলি কাস্ত হয়  
 পিছায় ইন্দ্রিয় মন পরাভব মানি ॥



সর্ব-অধিপতি তিনি সবার ঈশ্বর ।  
 রেখেছেন শাসনে নিখিল চরাচর ॥  
 একজন কল-ভুক, কলদাতা অন্য ।  
 বুদ্ধির গভীরে দৌহে একত্র নিষগ্ন ॥  
 কিবা জ্ঞানী কিবা কস্মী—কহে বারে বারে  
 ছায়া-আতপের ভেদ দৌহার মাঝারে ॥

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

অনাদি অনন্ত যিনি মহান্  
 তিনিই সুখ-রূপ ।  
 অল্পে কভু নাহি সুখ !  
 কোথায় সমুদ্র, কোথা কূপ !  
 ভূমাই কেবল সুখ ;  
 ইচ্ছা কর জানিতে ভূমায় ।  
 কোথায় আছেন সেই ভগবান্ ?—  
 নিজ মহিমায় ।

উচ্ছে তিনি মহায্যোমে,

নিচ্ছে তিনি পাতাল-গহরে ।

পশ্চাতে সম্মুখে তিনি বিরাজেন,

দক্ষিণে উত্তরে ॥

ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ভগবান্

আজ'ও তিনি, কাল'ও তিনি, চির-বর্তমান ॥

অদৃশ্য থাকিয়া যিনি অসংখ্যের কামনা-প্রবাহ

বিচিত্র শক্তি যোগে করিছেন একাকী নির্বাহ;

আদি অন্তে মাঝখানে ব্যাপ্ত যিনি জগতসংসারে;

শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন তিনি আমা-সবাকারে ॥

সংসার, আকৃতি, কাল, সমস্তের তিনি পরপার ।

ফিরিছে বিশ্বভুবন নিরন্তর শাসনে তাঁহার ॥

ধর্মের আকর তিনি পাপ-বিমোচন ।

ঐশ্বর্যের অধিপতি বিশ্ব-বিধরণ ॥

অমৃত আনন্দ তিনি আত্মার আধারে ।

মহাশাস্তি লভে জীব জানিয়া তাঁহারে ॥

ত্রিভুবন-কর্তা তিনি ত্রিভুবন-জ্ঞাতা,

আত্মার কারণ তিনি কালের বিধাতা ॥

\* গুণের নিয়ন্তা তিনি গুণের নিধান ।  
 চেতনাচেতন-পতি সর্বজ্ঞ মহান্ ॥  
 স্থিতি গতি মুক্তি আর সংসার বন্ধন,  
 যাহাকিছু, সমস্তের তিনিই কারণ ॥  
 জ্ঞানময়, অমৃত, ব্যাপিয়া সর্বদেশ  
 বিরাজেন বিশ্ব পাতা অটল মহেশ ॥  
 তাঁহারি শাসনে ফিরে ভুবন মণ্ডল ।  
 নিয়ন্তা এ জগতের তিনিই কেবল ॥  
 আত্মজ্ঞান-প্রকাশক সেই দেব চরাচর-স্বামী ।  
 শরণ লইনু আমি তাঁর পদে, হ'য়ে মুক্তিকামী ॥  
 সেই এই ব্রহ্মের আরেক নাম সত্য ।  
 তাঁহারি কিরণ-কণা নিখিলের তত্ত্ব ॥  
 নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শাস্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন ।  
 দীপ্ত হৃতাশন তিনি কলুষ-দহন ॥  
 না হয় সংসার, ভেঙে চুরমার,  
 না টলে শশী আদিত্য ।  
 বাঁধ হ'য়ে তিনি গগন-মেদিনী  
 ধরিয়া আছেন নিত্য ॥

না রাত্রি, না দিবস, না শোক, না বিষাদ,  
 না জরা, না মৃত্যু পারে লঙ্ঘিতে সে বাঁধ ॥  
 যেই আত্মা অজর অমর বীতপাপ ;  
 নাহি ষাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি শোকতাপ ;  
 যা ইচ্ছেন, যা ভাবেন, সত্য সে তাহাই ।  
 অশেষিয়া সম্বতনে তাঁরে জানা চাই ॥  
 অশেষিয়া যেই জানে বহু পুণ্য-ফলে,  
 ত্রিজগৎ পায় সে আপন করতলে ॥  
 ধন্য হয় লভিয়া পরম পুরুষার্থ ।  
 সকল কামনা তার হয় চরিতার্থ ॥  
 নাম তাঁর আকাশ ! কি নাম দিব আর ।  
 নিখিল নাম-রূপের তিনি মূলধার ॥  
 যাঁহার নাহিক রূপ, নাহি যাঁর নাম,  
 তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, শাস্তি-ধাম ॥  
 না বাক্যে না মনে তাঁরে কেহ পায়,  
 না চক্ষে নেহারে ।

“আছেন” ব্যতীত আর

কি বলিয়া নির্দেশিব তাঁরে ॥

যে দেখে পরমাত্মারে জাগ্রত জীবন্ত,  
 নিয়ন্তা ভূত-ভব্যের অনাদি অনন্ত,  
 তাঁ-হ'তে কিছু সে আর না করে গোপন ।  
 কায়মনোবাক্যে সঁপে তাঁহাতে জীবন ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পাপ-আচরণ হ'তে না হইলে কান্ত ;  
 না হইলে সমাহিত, না হইলে শান্ত ;  
 হইলে বিভ্রান্ত-মতি ফল-কামনায় ;  
 জ্ঞান-বলে শুধু তাঁরে পাওয়া নাহি যায় ॥  
 শ্রেয় আর প্রেয় কিরে মনুষ্য-মাঝারে ।  
 ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে ॥  
 শ্রেয় যে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়ায় ।  
 প্রেয় যে বরণ করে, সর্বস্ব হারায় ॥  
 যে যা করে, সে তা হয় ; উন্টে না কদাপি ।  
 সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী ॥  
 পুণ্য-আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময় ।  
 পাপ-আচরণে হয় পাপের আলয় ॥

বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির,  
 তাহার ইন্দ্রিয়গণ ছুট অশ্ব যেন সারথীর ॥  
 যেই জন স্ববুদ্ধি, কর্তব্যো যার নাহিক আলস্য,  
 তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব ॥  
 জ্ঞান-শূন্য, সদা অন্ত-মনস্ক, অশুচি যেই জন,  
 না লভে সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই হয় নিমগন ॥  
 বুদ্ধিমান্ বে জন, সংযতচিত্ত, পুণ্য-মুখজ্যোতি,  
 লভে সেই ব্রহ্মপদ, যাহা-হৈতে না হয় বিচ্যুতি ॥  
 বুদ্ধি যার সারথী, মনের রাশ হস্তে আপনার,  
 সেই লভে ব্রহ্মের পরম পদ, সংসারের পার ॥  
 ব্রহ্মের পরম পদ, দেখে তত্ত্ব-বিশারদ

স্ববিদ্বান্ পণ্ডিত সকলে ।

দেখে যথা পুরবাসী বিস্তৃত আলোক রাশি  
 আঁধি মেলি গগন-মণ্ডলে ॥

মোহাক্ষ অজ্ঞানী সবে

হেতা হৈতে যায় যবে চলি ।

লভে নিরানন্দ লোক, অন্ধকার যেথায় সকলি ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

শান্ত দাস্ত হ'য়ে, শীত উষ্ণ স'য়ে,  
ঠেলিয়া ফেলিয়া বিষয়-কাম ;  
হ'য়ে সমাহিত, ধীর ব্রহ্মবিৎ,  
আত্মাতে দেখেন আত্মারাম ॥  
পাপ না ইহাঁকে স্পর্শে,  
পাপের এড়া'ন ইনি হস্ত ।  
পাপ না ইহাঁকে দহে,  
পাপ-রাশি দহেন সমস্ত ॥

নিষ্পাপ, নির্মল-চিত্ত, ব্রহ্মপরায়ণ,  
শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত, ইনিই ব্রাহ্মণ ॥  
পাইয়া আনন্দময়ে ভাসেন আনন্দে ।  
পাপ তাপ শোক মোহ তরেন সচ্ছন্দে  
হৃদয়ের গাঁট হ'তে লভিয়া নিস্তার,  
করেন অমৃত হ'য়ে অমৃতে বিহার ॥  
সত্য কভু ছাড়িবে না, ছাড়িবে না ধর্ম ।  
ছাড়িবে না কদাচন শ্রেয়স্কর কর্ম ॥

সত্য কহ ; ধর্ম আচরণ কর ; ধর্মই অমৃত ।

সমূলে শুথায় ছিন্ন তরু সম, যে কহে অমৃত ॥

যা দেও যাহাকে, দিবে অশ্রদ্ধার সহিতে ।

অশ্রদ্ধা করিয়া কিছু হইবে না দিতে ॥

মাতাকে পিতাকে আর গুরুকে সতত,

দেখিবে পরম পূজ্য দেবতার মত ॥

অনিন্দিত যেই কর্ম, করিবে তাহাই ।

অন্য কাজে মনোমাঝে নাহি দিবে ঠাই ॥

সদাচার আমাদের যাহা দেখ শোন',

তাহাই করিবে সেবা, নহে অন্য কোন' ॥

এই সব উপায়ে যতে যে জ্ঞানবান,

তঁার আত্মা ব্রহ্মধামে করয়ে প্রয়াণ ॥

শুন দিব্যধামবাসী অমৃতের যতেক সন্তান,

জানিয়াছি আমি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান—

আদিত্য বরণ, তিমিরের পার! তাঁরে জানিয়াই

মরণ এড়ায় জীব, নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥

আপনাতে ভর করি র'য়েছেন যিনি এই নিত্য,

জানিবারই বস্তু তিনি,যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য ॥



ইহাঁরে পাইয়া পূজ্য ঋষিগণ জ্ঞান-পরিতৃপ্ত,  
 প্রশান্ত, কৃতার্থ-মনা, বীতরাগ, বিষয়-নির্লিপ্ত,  
 সর্বত দেখিয়া সেই সর্বাধারে, হ'য়ে যোগযুক্ত,  
 প্রবিশেন সর্ব ঘটে, জ্ঞান-দ্বার পাইয়া উন্মুক্ত ॥  
 জীবাত্মা বিজ্ঞানময় সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাথে,  
 জীব জন্তু সবে আর, ভর করি রহিয়াছে যাঁতে,  
 সেই অবিনাশী ব্রহ্মে যেই জানে—জানে সব সত্য;  
 সকলের ভিতরে প্রবেশ করে, লভে অমরত্ব ॥  
 তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্বজ্ঞ মহান্,  
 তিনিই আকাশে এই,  
 তিনিই আত্মাতে বিদ্যমান ॥  
 তাঁরেই জানিয়া ধীর মরণ এড়ায় ।  
 নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় ॥  
 ব্রাহ্মী উপনিষদ্ বলিষু এই—বলিষু তোমারে  
 ব্রাহ্মী উপনিষদ্, অভয় ভেলা ভব-পারাবারে ॥

উপনিষদের সার ব্রহ্ম অন্তর্যামী ।

কর-ঘোড়ে বার বার নমি তাঁরে আমি ॥

বাক্য, বল, প্রাণ, আর, যতেক অঙ্গ আমার

চক্ষু কণ্ঠ শিরোমুখ হস্ত ;

বিতরি সস্তাপহারী সুবিমল শান্তি-বারি,

পরিভূপ্ত করুন্ সমস্ত ॥

ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না, আমারে ত্যজেন নাই প্রভু ।

তাঁহারে ত্যজিব আমি, এমন না হয় যেন কভু ॥

সেই সে আত্মা নিখিল-স্বামী ;

নিয়ত তাঁহাতে নিরত আমি ॥

যতেক ধর্ম ধরে উপনিষদ্ শ্লোক,

আমাতে হো'ক্ সব আমাতে হো'ক্ ॥





## দ্বিতীয় খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায় ।

শিষ্য-প্রতি আচার্য্যের এই উপদেশ, শুন সবে:—  
গৃহজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হবে ॥  
সাবধানে আচরিবে গৃহস্থের যাহা যাহা ধর্ম্ম ।  
সঁপিবে পরম ব্রহ্মে অনুষ্ঠিত যত কিছু কর্ম্ম ॥  
পিতা আর মাতাকে সাক্ষাৎ জানি দেবতা প্রত্যক্ষ,  
করিবে দোহাঁর সেবা, কায়-মনে, তনয় স্নদক্ষ ॥  
শুনাবে মৃদুল বাণী, প্রিয় আচরিবে অহরহ ।  
সৎপুত্র কুলপাবন হইবে দোহাঁর আজ্ঞাবহ ॥  
মাতাই পরম গুরু, অশ্রু-সনে তুলনা-রহিতা ।  
পৃথ্বী হ'তে গুরু মাতা, আকাশ হইতে উচ্চ পিতা ॥  
যেই ক্রেশ সহেন গো পিতা-মাতা সন্তানের তরে,  
অধিতে না পারে তাহা কোন জন শতেক বৎসরে ॥  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতাসম, ভাৰ্য্যাপুত্র শরীর আপন ।  
দাসবর্গ ছায়াসম, কন্যাগুলি কৃপার ভাজন ॥  
ইহাদের কারো উপদ্রবে কভু হ'লে জ্বালাতন,  
সহিবে ধৈর্য্য ধরি, বিচলিত করিবে না মন ॥

অতিবাদ সহিবে, অবজ্ঞা করিবে না কোন জনে ।  
ধরি এই মর্ত্য দেহ, বৈরী করিবে না কারো সনে ॥

### দ্বিতীয় অধ্যায় ।

যত দিন না হয় বিবাহে বাঁধা, অর্দ্ধ থাকে নর ।  
বালকে না হ'লে পূর্ণ, শ্মশানের মত হয় ঘর ॥  
সন্তানের জননী বলিয়া ভাৰ্য্যা, সম্মানের পাত্রী,  
পূজনীয়া, গৃহের বিমল দীপ্তি, মঙ্গলের ধাত্রী;—  
দেখিলে খুটিয়া যায় নয়নের খেদ ।  
স্ত্রীয়ে আর স্ত্রীয়ে নাই অনুমাত্র ভেদ ॥  
সর্বদাঙ্গ সুন্দরী বিবাহিবে নর সুশীলা সরলা ।  
মূল্যে কেনা যেই কন্যা

পত্নী তারে নাহি যায় বলা ।

পরস্পর ব্যভিচারী হইবে না, থাকিতে জীবন;—  
স্ত্রীপুরুষ-মাঝারে ইহাই জেনো ধর্ম সনাতন ॥  
দৌহা-প্রতি দৌহে সদা সেইরূপ করিবে ষতন,  
বিচ্ছেদ ঘটয়া যাতে অন্ত-পানে নাহি টলে মন  
স্বামীতে সম্বন্ধ জায়া, জায়াতে সম্বন্ধ আর পতি;  
হেন সুখাবহ গৃহ কল্যাণের চির-নিবসতি ॥

সে-ই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা,

সে-ই ভার্য্যা যে পুত্রকন্যাবতী ;  
 শুদ্ধ মনে সতত যে শুনি চলে, যাহা বলে পতি ॥  
 যাহা-তাহা ভাষিবে না, করিবে না কলহ বিবাদ ।  
 অতিব্যয়ী হইবে না, ধর্ম্ম-অর্থের সাধিবে না বাদ ॥  
 পতির মঙ্গলে আর প্রিয়কার্য্যে সতত নিযুক্তা ;  
 সদাচারে নারী সংযতেন্দ্রিয়া, সর্বদোষ-মুক্তা ;  
 সেই নারীরত্ন তিনকুলের উজ্জ্বল করে মুখ ।  
 ইহলোকে লভে কীর্ত্তি, পরলোকে অনুপম সুখ ॥  
 পতিবাক্য শুনি চলা স্ত্রীজাতির পরম ধরম ।  
 সাধবী সতী জায়া তাজি, পতি হয় পাপীর অধম ॥  
 স্ত্রীজনের গাত্রে যেন দুঃসঙ্গের না লাগে পরশ ;  
 কাঁদায় উভয় কুল, লোকে যদি রটে অপযশ ॥  
 কি করিবে অবরোধে। অরক্ষিতা চির অরক্ষিতা ।  
 আপনাকে আপনি যে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা ॥  
 অগ্রজের যিনি ভার্য্যা, গুরু-পত্নী যেন আর্য্যা—  
 দেখিবেন তাঁরে ছোট ভাই ।  
 কনিষ্ঠের ভার্য্যা যিনি, পুত্রবধূ-সমা তিনি,  
 অগ্রজের ; ইহা জানা চাই ॥

## তৃতীয় অধ্যায় ।

স্ত্রী-পুত্র পালিবে গৃহী যত্ন সহকারে ।  
বিদ্যাভ্যাস করাইবে পুত্র সবাঁকারে ॥  
স্বজন-বন্ধু-বান্ধব করিবে পোষণ ।  
গৃহীর জানিবে এই ধর্ম সনাতন ॥  
কন্টাকেও যতনে শিখাবে বিদ্যা,  
পালিবে আঁদরে ।

ধন-রত্ন সহিতে সঁপিয়া দিবে সুপণ্ডিত বরে ॥  
যেমন পতির হাতে পড়ে নারী, তেমনি সে হয় ।  
সমুদ্রে পড়িলে নদী, হ'য়ে যায় লবণাস্থময় ॥  
জানে না স্বামী কি বস্তু,  
স্বামি-সেবা জানে না কেমন ;  
ঘুণাকরে জানে না

কাহারে বলে ধরম-শাসন ;  
হেন যে দুহিতা জ্ঞান-বিরহিতা বালিকা নিতান্ত;  
তাহার বিবাহ দিতে মতিমান্ পিতা র'বে ক্রান্ত ॥  
স্থির করিবার কালে বিবাহের পাত্র,  
পণ না লইবে পিতা কপর্দক মাত্র ॥

লোভের পড়িয়া টানে লয় যদি পণ;  
কন্যা-বিক্রয়ের পাপে হয় নিমগণ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

শুল্ক কেশ যাহার সে নহে স্বদ্ধ ;  
দেবতা সকলে  
তাহারেই জানে স্বদ্ধ—  
যৌবনেই বিদ্যা যার ফলে ।  
মৌনে মুনি না হয়,  
না হয় মুনি জটাজূট-ভারে ।  
আপনারে পছানে যে বিচক্ষণ,  
মুনি বলি তারে ॥  
আপনারে করিবে না হয় জ্ঞান  
ধনহীন বলি' ।  
আমরণ শ্রী করিবে অশেষণ  
বাধা বিদ্ব দলি' ॥



আত্মবশ সবই সুখ

পরবশ দুঃখ অবিরাম ।

সুখ দুঃখ করে বলে -

দুঃখায় বলিয়া দিলাম ॥

মূলক্ষয় করিবে না অতি লোভে ;

মূল খোয়াইলে,

আপনি ডুবিবে, অন্তে ডুবাইবে,

বিপত্তি-সলিলে ॥

যৌবনেই ধর্ম-ধন সঞ্চিবে,

জীবন অনিশ্চিত ।

কে জানে কাহার আজ

মৃত্যুকাল হবে উপস্থিত ॥

সুচরিত্র সুশীল প্রশম্ম-মনা

আত্মজ্ঞ সুমতি,

ইহ লোকে লভে মান

পরলোকে অনুত্তম গতি ॥

সত্য দান তপস্যা

এ তিন যার অঙ্গের ভূষণ ;

বাক্য মন বশে যার ;

সেই লভে ব্রহ্মনিকেতন ॥

প্রশান্ত যাহার মন ; ধর্ম্মে সদা রত ;

কাজ কর্ম্মে কাটে দিন যাহার নিয়ত ;

অধর্ম্মে সে নাহি করে হৃদয়ে পোষণ ।

পাপে নাহি হয় কভু স্থলিত-চরণ ॥

ধর্ম্ম-অর্থে ঠেলিয়া যে ইন্দ্রিয়ের পাছু পাছু ধায় ;

ধন প্রাণ, স্ত্রী পুত্র, স্ত্রী শোভা, সব, শীঘ্র সে হারায় ॥

আপনি আপন বন্ধু—আপনি যে আপনার হাতে ।

বন্ধু শত্রু দুইই জেনো

ফিরিছে আপন সাথে সাথে ॥

লভিয়া উত্তম জন্ম—ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব চমৎকার,

আত্মহিত যেনা বুঝে, আত্মঘাতী সে এক প্রকার ॥

তেমতি করিবে কাজ, যৌবনের হইতে উন্মেষ,

মুখে যাতে কাটাইতে পার কাল

শুরু হ'লে কেশ ॥

করিবে তেমনি কাজে সমস্ত জীবন অবসান,  
 সুখী হ'তে পার যাতে পর-লোকে করিয়া প্রয়াণ ॥  
 ইচ্ছিবেনা মৃত্যু কভু, ইচ্ছিবেনা পরমামু-ভোগ ।  
 প্রতীক্ষা করিবে কাল, ভূত্যা যথা প্রভুর নিয়োগ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

প্রবাহিত রাধি হৃদে সন্তোষের নদী,  
 হইবে সংযত-চিত্ত সুখ চাও যদি ॥  
 সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল ।  
 অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল ॥  
 মুখেরাই অসন্তোষে মনে দে'য় স্থান ।  
 সন্তোষ করেন সার যে জন ধীমান্ ॥  
 অন্ত কভু নাহি জানে দুঃস্থ পিয়াস ।  
 সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস ॥  
 কালচক্রে সুখ দুঃখ ঘুরে দিবারাতি ।  
 সুখে ল'বে ক্রোড় পাতি, দুঃখে বুক পাতি ॥  
 আসে যায় সুখ দুঃখ নাহি রহে স্থির ।  
 দুয়েরই বিহার ভূমি মর্ত্যের শরীর ॥

হৃৎ দুঃখ প্রিয়াপ্রিয় যা আসে যখন,  
 সেবিবে অজিত-চিত্তে তাহাই তখন ॥  
 অতি হৃষ্ট হইবে না প্রিয়-সমাগমে ।  
 অপ্রিয়ে হ'বে না গ্লান ব্যথিয়া মরমে ॥  
 করিবে না হাহতাশ হ'লে অনটন ।  
 ধর্ম ত্যজিবে না কভু থাকিতে জীবন ॥  
 সম্ভাপৈ শরীর হয় রোগের নিবাস ।  
 রূপ যায়, বল যায়, বুদ্ধি পায় নাশ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

আপন পৌরুষ কিন্না যশের বিস্তার ;  
 অন্তের কথিত কোন' গুপ্ত সমাচার ;  
 সাধিত যা হয় আর পর-হিত তরে ;  
 ধর্মজ্ঞ না প্রকাশিবে কাহারো গোচরে ॥  
 সত্য, মৃদু, প্রিয়, হিতকর বাক্য, কহিবে সজ্জন ।  
 আপনার প্রশংসা, পরের নিন্দা, করিবে বর্জন ॥  
 সত্যই সাহার ভ্রত, পর দুঃখে মন যার গলে,  
 কাম ক্রোধ বশে যার, তিন লোক তার করতলে ॥

নিম্পৃহ যে পরধনে ; পরদারে মন নাহি টলে ;  
 দম্ভ-মাৎসর্য্য-বিহীন; তিন লোক তার করতলে ॥  
 যুদ্ধে যে না ডরায়, সঙ্গ্রামে যে না পরাভূত হয়,  
 জায় যুদ্ধে মরিলেও—সেই করে তিন লোক জয়॥  
 সত্য ক'বে, প্রিয় ক'বে ;

নাহি ক'বে অপ্রিয় যে সত্য ।

প্রিয় মিথ্যা না কহিবে; সার এই ধরমের তত্ত্ব ॥  
 শরীরের শোধন সলিলে হয়, সত্যে শোধে মন ।  
 বিদ্যা তপে শোধে আত্মা,

জ্ঞানে হয় বুদ্ধির শোধন ॥

মনে ধরি এক ভাব, অন্য-ভাবে যে খেলে চাতুরী;  
 কি না করে মহাপাপ

চোর সে আপনে করি চুরি ॥

সত্য-সম ধর্ম নাহি, সত্য সে অতুল ।

মিথ্যার মতন নাহি মর্মভেদী শূল ॥

প্রিয় হয় অর্থ দিয়ে, প্রিয় হয় প্রিয় আলাপিয়ে ।

অপ্রিয় হিতের, হায়, কেহ নাহি কহিএ শুনিএ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সাক্ষাতে যা দেখা যায়, শুনা যায়,

সাক্ষ্য তা'রি নাম।

সত্য যদি কহে সাক্ষী, ধর্ম্মার্থ না হয় তারে বাম ॥

যা দেখেছ যা শুনেছ কহিবে তা'হাই অবিকল।

রক্ষা করে ধরমে, সাক্ষীরে তারে, সত্যই কেবল ॥

সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া অন্তরাঙ্গা যাহার না ডরে।

তার মত শ্রেষ্ঠ নর দেবতার। জানে না অপরে ॥

মনে করিও না ভুমি, ওহে বাপু,

“একা আছি আমি।”

মৌন থাকি, দেখিছেন সব তব, সে অন্তরযামী ॥

অষ্টম অধ্যায়।

কল্যাণ বুঝিবে যাহা, তাহাই ধরিয়া র'বে আঁটি'

পাপে কভু করিবে না প্রতিপাপ,

সদা র'বে আঁটি ॥

অক্রোধে জিতিবে ক্রোধ,

অসাধুতা সাধু আচরণে ।

অসত্য জিতিবে সত্য,

কদর্য্যে করিবে বশ—ধনে ॥

সুখ-দুঃখ-মাঝারে যে ধরি থাকে হাল ;

সজ্জন-সেবায় আর কাটে যার কাল ;

সত্য আর সাধুতা'র নির্মল বাতাস,

ধর্ম-পথে বুকি তার উজ্জ্বল প্রকাশে ॥

মুখ-মহাবাসে হয় মোহের সংক্রম ।

ধর্মের আকর-ভূমি সাধু-সমাগম ॥

মোহে পড়ি যেই জন হিতবাক্য অবহেলা করে;

হাহতাশ করিয়া সে দীর্ঘসূত্রী, অনুতাপে জরে ॥

সাধুর বচন ঠেলি, অসাধুর বাক্যে যেই চলে,

অচিরে তাহার দুঃখে বন্ধুজন ভাসে অশ্রুজলে ॥

কৃতজ্ঞ যে মতিমান্ কাজকর্ম্মে পটু ;

জানে না কাহাকে বলে ব্যবহার কটু ;

লভে সে বিমল কীর্তি লোকের নিকটে ;

এ-জনমে কভু তার অনর্থ না ঘটে ॥

কৃতঘ্নের কোথা যশ, কোথা স্থান,  
কোথায় বা সুখ !  
অতিবড় পাতকী সে,  
তাহার দেখিতে নাই মুখ ॥

নবম অধ্যায় ।

খাবার বাঁটিয়া খায় যেই জন সবার সহিত ;  
দিতে ধুতে ভালবাসে,  
ভোগী সুখী হিংসা-বিরহিত ;  
আপনি খাইয়া, অন্যে খাওয়াইয়া,  
ভাসে তৃপ্তি-নীরে ;  
নিরন্তর আরোগ্য বিরাজ করে তাহার শরীরে ॥  
যে যেমন পাত্রে আর

যে যেমন চিন্তে করে দান,  
পরলোকে লভে সে তাহার ফল সেই পরিমাণ ।  
দানের সমান, বৎস, স্নহুক্ষর কিছু নাহি আর ।  
মহাতৃষ্ণা ধন-তরে, মহাকষ্ট উপার্জনে তার ।  
অন্যায়ে যে লভি ধন, দান-ধর্ম করে অমুষ্ঠান ;  
পাপের মহদুয় হইতে সে নাহি পায় জাগ ॥



জ্ঞানার্জিত ধনে আচরিবে সদা, জ্ঞান যাহা বলে ।  
 অন্যায়ে যে জিয়ে, তার সব ধর্ম যায় রসাতলে ॥  
 যথাশক্তি অন্ন দিবে, কষ্ট স'বে, হ'বে ধর্মের রত ।  
 যথাযোগ্য সম্মান, সব'র প্রতি, করিবে নিয়ত ॥

দিবে সবে যাহার যা সদ্য প্রয়োজন ।

পরিশ্রান্ত জনে দিবে বসিতে আসন ॥

শয্যা দিবে তাহারে—যে রোগে অবসন্ন ।

তৃষ্ণাতুরে দিবে জল ক্রুধাতুরে অন্ন ॥

সর্বাপেক্ষা অন্নদান করি দাতা তৃপ্তি লভে প্রাণে ।

ভূমি-দানে মহাপুণ্য, তাহার অধিক বিদ্যা-দানে ॥

হও যদি বুদ্ধিমান, চাও যদি শ্রেয়,

দীন অন্ধে কৃপাপাত্রে, দিবে যাহা দেয়—

দিবে মাধিবার তৈল, দিবে আর থাকিবার ঠাই;

দিবে অন্ন পানীয় ঔষধ পথ্য, যাহার যা চাই ॥

না দেখি দুঃখি স্বজনে,

যেই জন অন্যে করে দান,

দেখিতে তা মধু, আশ্বাদনে বিষ,

ধর্মের সে ভাণ ॥

দশম অধ্যায় ।

মনোদুঃখ জ্ঞান-বলে, দেহ দুঃখ হানিবে ঔষধে ।  
জ্ঞানী দেখে পরাগতি ;

শোকানল তারে না দগ্ধে ॥

মান ত্যজি প্রিয় হয়, ত্যজি আর ক্রোধ

পশ্চাত্তাপের হাত এড়ায় সুবোধ ॥

কামনা যে ত্যজে তার সব ধন গিলে ।

সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে ॥

ক্রোধ সূক্ষ্মজয় শত্রু, লোভ-ব্যাধি জানে না বিরাম।

সর্ব-হিতকারী সাধু, অসাধু ত নির্দয়েরই নাম ॥

জিতেন্দ্রিয় শাস্ত নর, বিপাকে না পড়ে বারেবার ।

পর-শ্রী দেখিলে, আর, জুলিয়া না হয় ছারখার ॥

ঈরিষায় জ্বলে যে পরের ধনে, রূপে, সুসন্তানে,

সুখে, মানে, কুলে, বীৰ্য্যে,

ব্যাধি তার অন্ত নাহি জানে ॥

শত্রুতা সাধে যে নর বন্ধুজন-সনে,  
 গুণিজনে দেখে আর বিদেষ-নয়নে ;  
 নাস্তিক, কপট, শঠ, নীচ, দুরাশয় ;  
 তাহারেই নরা ধম সর্বলোকে কয় ॥  
 অকার্য্যই কার্য্য আর কার্য্যই অকার্য্য যার চক্ষে,  
 বালক সে স্বেচ্ছাচারী,  
 সুখ বলি দুঃখ পোষে বন্ধে ॥

### একাদশ অধ্যায় ।

ধৈর্য্য সংযম ক্ষমা দেহ-মন-শুদ্ধি ;  
 অচৌর্য্য অক্রোধ সত্য বিদ্যা আর বুদ্ধি ;  
 সমস্ত ইন্দ্রিয় আর আপনার বশ ;  
 ধরমের লক্ষণ জানিবে এই দশ ॥  
 পাপে লজ্জা স্বাভাবিক ; তাহা যে না ছাড়ে,  
 পাপ যে দেখিতে নারে ; শ্রী তাহার বাড়ে ।  
 লজ্জা গেলে, ধর্ম্ম যায় সেই সঙ্গে চলি ।  
 ধর্ম্ম গেলে শ্রী পলায় কাটিয়া শিকলি ॥

কারো কোনো গুণে যে না দোষারোপ করে ;  
 কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আর উপকার স্মরে ;  
 সতত কল্যাণ-পথে করে বিচরণ ;  
 সুখ শান্তি ধর্ম স্বর্গ লভে সেই জন ।  
 দণ্ডের সবাই বশ; খাঁটি লোক বিরল এ ভবে ।  
 দণ্ডের ভয়েই ত্রিভুবন চলে বিনা উপদ্রবে ॥  
 অন্যায় করিলে দণ্ড অপযশ রটে সর্বজন ;  
 স্বরগে কপাট পড়ে ; করিবে না তাহা কদাচন ॥  
 ক্রমা বশীকরণ, ক্রমা পরম ধন ।  
 ক্রমা অশক্তের গুণ, শক্তের ভূষণ ॥  
 আপনার সমান দেখিবে অন্তে, যে চাহে কল্যাণ ।  
 সুখ দুঃখ, ধরা-মাঝে, আত্মপর উভয়ে সমান ॥  
 পরদারে মাতৃসম দেখে যেই জন ।  
 পরের সামগ্রী দেখে লোষ্ট্রের মতন ।  
 সকল মনুষ্যে দেখে আপনার সম ।  
 তাহার দেখাই দেখা—তাঁরে করি নম ॥

ষাদশ অধ্যায় ।

পর-নিন্দা' সাধু হয় যেমন দুঃখিত ;  
দুর্জ্ঞান তেমনি হয় হর্ষে পুলকিত ॥  
বিপদের মাঝারে ব্যথে না যার চিত্ত ;  
কাজ কর্মে সুনিপুণ, উদ্যোগী যে নিত্য ;  
প্রমাদ-বিহীন আর বিনয়ী যে জন ;  
কল্যাণ তাহার গৃহে করে সঞ্চরণ ॥  
ধাকিতে ধন-সমৃদ্ধি রাজ্য সুবিশাল,  
অবিনয়ে হত হৈলা কত মহীপাল ॥  
বনবাসে কত রাজা দহি' মনাগুনে,  
ফিরিয়া পাইলা রাজ্য বিনয়ের গুণে ॥

অন্তরাত্মা তোমার সম্ভাষ মানে যেইরূপ কাজে,  
করিবে তা সযতনে; করিবে না ছদে যাহা বাজে ॥  
প্রাণপণ যতনে ধরম-কার্য্য সাধয়ে যে কেহ;  
সিদ্ধি যদি নাও লভে, পুণ্য লভে নাহিক সন্দেহ ॥

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বিষয়ের টানে পড়ি ইন্দ্রিয় দৌড়ায় যবে তথি;  
টানিয়া রাখিবে তারে, অশ্বে যথা নিপুণ সারথী ॥  
মন যদি ছুটি' চলে ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,  
ডুবাইয়া দে'য় জ্ঞান, বায়ু যথা তরণী ডুবায় ॥  
উপভোগে শাস্তি নাহি মানে কভু

কামনা কাহারো ।

অনলে ঢালিলে ঘৃত, নিভে না সে,  
জ্বলি উঠে আরো ॥

করিলে ইন্দ্রিয় কোনো

বুদ্ধিও করিতে শুরু করে ;  
কলসের ছিত্র দিয়া জল যথা ক্রমশ নিঃসরে ॥  
না সেবিলে তেমন না বশে আসে

ইন্দ্রিয় উদাম,  
দৃঢ় করে যেমন, থাকিলে ধরি', জ্ঞানের লাগাম ॥  
কাম-ক্রোধ-পর নর, মূর্খ বা বিদ্বান্ হো'ন তিনি,  
হেল্যায় বিশথে ল'য়ে যায় তাঁরে চতুরা কামিনী ॥

দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় দশ, সংযমে করিয়া বশ,  
 মন করি জ্ঞানের অধীন ;  
 উপায় করিয়া ধার্য্য, সাধিবে সকল কার্য্য,  
 কলেবর না করিয়া ক্ষীণ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

কারো প্রতি যে না করে পাপাচার  
 বাক্য মন কর্মে ;  
 সংযত স্বধীর সেই পুণ্যবান্ লভে পর-ব্রহ্মে ॥  
 পুণ্য করি পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্য-নিকেতনে যায় চলি ।  
 পুণ্যে প্রাণ ধরে লোক,  
 পুণ্যকেই প্রাণমাতা বলি  
 পাপ যে চিন্তয়ে মনে, করে কাজে,  
 যুখে আর বলে ;  
 অধর্মে ডুবিয়া তার সব গুণ যায় রসাতলে ॥  
 মনোবাক্যে কর্মে যারা না করেন পাপ-অচরণ,  
 তাঁহারা ই তপস্বী, তপস্বী নহে দেহের শোষণ ॥

ধর্ম্মেই আনন্দ যাঁর, ধর্ম্মেই থাকেন যিনি জিয়া;  
ধর্ম্মাত্মা তাঁরেই বলি; সদাই প্রসন্ন তাঁর হিয়া ॥  
আত্মা যাঁর পাপ-হৈতে বিরত,

নিরত লোক-হিতে ;

কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি,

তিনিই তা পারেন বুঝিতে ॥

প্রজ্ঞা যাঁর নয়ন, নির্দোষ তাঁর সমুদয় কৰ্ম্ম ।

ছাড়েন বিষয়-স্পৃহা ইচ্ছামতে; ছাড়েন না ধর্ম্ম ॥

পাপাত্মা ইচ্ছয়ে পাপ, সহস্র বারণ অবহেলি ।

শুভাত্মা ইচ্ছেন শুভ, সহস্র পাপের বাধা ঠেলি ॥

ধর্ম্মে রাখিলেই—ধর্ম্ম রাখে,

নাশিলেই নাশে জীব ।

হত হ'য়ে ধর্ম্ম না হানুন্ বাজ !

ধর্ম্মে না হানিবে ॥

ধর্ম্ম সেই স্মৃহং যে মরিলেও নাহি ছাড়ে পাশ;

আর যত কিছু সব দেহ-সাথে লভয়ে বিনাশ ॥

অবিশ্বাসী যেই নর সাধুজনে করে উপহাস—

ধর্ম্ম নাই মনে করি'; নিঃসংশয় তাহার বিনাশ ॥



অবমানিত যে হয়, অথৈ সে বিহরে বারো মাস;  
অথৈ শোয়, অথৈ জাগে;

অবমস্তা লভয়ে বিনাশ ॥

পাপ করি পাপকীর্তি দহে পাপানলে ।

পুণ্য করি পুণ্যকীর্তি বাড়ে পুণ্যফলে ॥

অতএব পাপ করিব না বলি হও দৃঢ়ব্রত ।

পুনঃপুন পাপাচারে জ্ঞানবুদ্ধি সব হয় হত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সর্বজন-প্রশংসিত সাধু আচরণ ;

লোক-বিগর্হিত কার্য্য পরিবরজন ;

আস্তিকতা, ধর্ম্মে আর বিশ্বাস অটল ;

এইগুলি পণ্ডিতের পরিচয়-স্থল ॥

কর্ম্মাই পরম শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান্ ।

বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই অথৈর নিদান ॥

মনোবাক্য-দেহ-সমুদ্ভূত কর্ম্ম শুভাশুভ-কর ।

উচ্চ নীচ মধ্যম ত্রিবিধ গতি তাহে লভে নর ॥

পরদ্রব্য মনে ধ্যান ; পরানিষ্ঠ-চিন্তা অনুদিন ;  
 দেহাদিতে অতিমায়া; মানসিক পাপ এই তিন ॥  
 পরোক্ষে পরের নিন্দা; বাঁধন-বিহীন বাক্যালাপ;  
 কটু কথা; মিথ্যা কথা; এই চারি বাচনিক পাপ ॥  
 পরধন অপহার ; প্রাণিহত্যা অবিধি-পূর্কক ;  
 পরদার-সেবা আর ; এই তিন দৈহিক পাতক ॥  
 কারো প্রতি না করিয়া কার্য্য এই তিনরূপ দুষ্টা,  
 কাম-ক্রোধ সংযমিয়া, সিদ্ধি লভে সুবোধ মনুষ্য ॥

পাপ করি যে করে বিহিত অনুতাপ,  
 ক্রমশ খণ্ডিয়া যায় তাহার মে পাপ ॥  
 • “আর করিব না” বলি হইলে নিবৃত্ত,  
 অনুতাপানলে দহি শুদ্ধি লভে চিত্ত ॥

অধার্ম্মিক যেই নর, মিথ্যা কথা জীবিকা সাহায্য,  
 হিংসায় যে জন রত, সুখ নাই ইহলোকে তার ॥  
 পাপীরে যদিও দেখ, বিচরিছে অশ্ব গজ রথে;  
 কক্ষে আর কাটিছে তোমার দিন ধরমের পথে;

• বারেক না দিবে মন অধর্ম্যে তথাপি ।  
 • পাপের কুহকে ভুলি হইবে মা পাপী ॥  
 অধর্ম্যে ধন-ঐশ্বর্যো কাঁপি উঠে লোক ;  
 চারিদিকে নিরখে মঙ্গল দিবালোক ;  
 শত্রু সবে করে জয় ; পুরে অভিলাষ ;  
 সবই হয় ; কিন্তু লভে সমূলে বিনাশ ॥  
 পরলোকে চাও যদি অমোঘ সহায় ;  
 কাছকে না দিয়া পীড়া কাজে বা কথায়,  
 ক্ষুদ্রকীট পুত্রিকা বিরচে যথা প্রকাণ্ড আলায়,  
 অল্পে অল্পে তেমনি ধরম-ধন করিবে সঞ্চয় ॥  
 পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা—  
 পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতিবন্ধু ; ধর্ম্য র'বে একা ॥  
 একাই জনমে নর, একা হয় মৃত ।  
 একাই স্মৃত ভুঞ্জে, একাই দুঃখিত ॥  
 কাষ্ঠলোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর  
 বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম্য হয় পথের দোসর ॥  
 অতএব চাও যদি সহায় পরম,  
 অল্পে অল্পে নিতি নিতি সঞ্চিবে ধরম ॥

ধর্মের সহায়ে জীব, সংসার আঁধার  
মহাঘোর সুদুস্তর, হ'য়ে যায় পার ॥  
এই উপদেশ, এই আদেশ, এই অনুশাসন ॥  
কায়-মনোবচনে ইহা করিবে উপাসন ॥

---

ঠিক্ঠাক্ বলিব, সত্য বলিব, আমার পালন  
সত্য সে; বক্তারে রক্ষা করুন হইয়া সকল ॥





